R. N No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ভাষা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১০ই আগষ্ট, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জাল কারবারের খলনায়ক সকরিগলির শিঠিয়াবাবা

বিশেষ প্রতিনিধি : বিহারের সকরিগলি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সংগ্রহকারী প্রায় তেষট্টি জন মালদার প্রাথমিক শিক্ষক গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি বরখাস্ত হয়েছেন। অভিযোগ—উপযুক্ত সার্টিফিকেট নেই তাঁদের। স্মরণ আছে এই সাপ্তাহিকের পাঠকদের যে, সকরিগলির 'বাবা শেঠিয়া বা শিঠিয়াবাবা' এই কারবারের খলনায়ক। মালদা প্রশাসন যা করেছেন বা করে ফেললেন মুর্শিদাবাদ জেলায় বিপরীত চিত্র বড় দৃষ্টিকটূ ঠেকছে। মুর্শিদাবাদে ফরাক্কা একটি নামী ঘাঁটি সেই শিঠিয়াবাবা প্রদত্ত 'নোকরি-কা-চৌরশিয়ার'। ১৯৬৯-১৯৭২ পর্যান্ত বহু নীচুতলার কর্মী এই নোকরি-কা-চৌরশিয়ার দৌলতে ভেলকি দেখিয়ে প্রমোশন নিয়েছে। জানা গেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো হাত লাগিয়েছেন রহস্য উদ্ঘাটনের ; কিন্তু কোথায় যেন পিছলে যাচ্ছে। শেষ খবর, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো নির্দ্দেশ দিয়েছেন কলকাতার অফিসে হাজিরা দিতে তদন্তের জন্য। কিন্তু, বুকে কল লাগিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে অজানা ঘাঁটিতে যেতে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরগণ' 'পাদমেকম ন গচ্ছামি' নীতিতে নাকি অনড়। তবে কি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর তরফ থেকে 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' অবশ্যম্ভাবী মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত ? শুধু সকরিগলিই নয়, আছে মালদার আইহো মুচিয়ার এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি স্থানের। উল্লেখ্য, যে সমস্ত অনুমোদন প্রাপ্ত জুনিয়ার হাই স্কুল বিভিন্ন কারণে অধুনালুপ্ত সেই সমস্ত নিভে যাওয়া স্কুলের হেড মাষ্টারের কাছ থেকে স্কুলের শীল মোহর জাল করে পেছনের সন তারিখে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ব্যবসা বর্তমানে বেশ সচল। সেও আবার ফরাক্কায়।

১৪ জন ডাক্তার এখনই প্রয়োজন

বহরমপুর, ১০ আগষ্ট—গত বৃহস্পতিবার সদ্য আগত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মদনমোহন মণ্ডল এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মণ্ডল জানান, ২০টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার নাই। এর মধ্যে ৩টিতে হোমিওপ্যাথি এবং ৩টিতে আয়ুর্ব্বেদীয় ডাক্তার আছেন। ২০ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ৩ জন করে ডাক্তার দরকার, কিন্তু কোনটাতেই ঠিকমত ডাক্তার নাই। অনেক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে রেডিও-লজিষ্ট ও প্যাথোলজিষ্ট নাই। অভাব মেটাতে ১৪ জন ডাক্তার এখনই প্রয়োজন। জেলায় ৫০ জন ডাক্তার নিয়োগের কথা ওপর মহল থেকে শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, ৪৬টি সাব-সেন্টার তৈরী হয়ে পড়ে আছে, ১৫ আগষ্টের মধ্যে সেগুলি উদ্বোধনের চেষ্টা চলছে। ওষুধের অভাবের প্রশ্নে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কায় আগে কে বা তেল করিবেক সেল

বিশেষ প্রতিনিধি : তেল খরচের মাপকাঠিতে কাজের অগ্রগতির যদি হিসেব হয়, তবে মুর্শিদাবাদ কেন, বহু জেলাকে টেক্কা দিতে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের তেলগুমকারিগণ আজো অদ্বিতীয়। তেল কিনবেন কেউ, তেলের অভাব থাকে যদি কারো, শুধু গাড়ীর গাড়োয়ানদের সাথে যোগাযোগ করুন, ঢালাও তেল পাবেন পথে ঘাটে, বটগাছতলায়, কোন বেড়ার আড়ালে। ফরাক্কায় আজ বাকু তেলের খনি। 'আগে কেবা তেল, করিবেক 'সেল' তারি লাগি কাড়াকাড়ি।'

নমুনা- গত ১৬ জুলাই বেলা ১২টায় 'কুসুম' বাসে হেড অফিসে আসতে বিন্দুগ্রাম বটতলায় (প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন) ব্যারাজের ময়লা-জঞ্জাল ফেলা গাড়ী তেল বিতরণে ব্যস্ত দেখলাম। লম্বা, শ্যামবর্ণ, টেকোমাথা, সগুম্ফ গাড়োয়ান বেপরোয়া দুটি ব্যারেল বোঝাই করে দিল পাশাপাশি। বদনার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশনে চিনি বাড়ন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে, জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুর শহরসহ জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকের কারড হোল্ডাররা সেই সপ্তাহে রেশনে চিনি পাননি। বঞ্চনার কারণ সম্পর্কে জানা গিয়েছে, গত বছর মহকুমার রেশনের আওতায় যে পরিমাণ ইউনিট ছিল, চিনির কোটা ছিল সেই অনুপাতে নিদিষ্ট। সাত মাস আগে কারডগুলি চেক এবং রিনিউ করার পর ইউনিট আগের চেয়ে কিছু বেড়ে যায়। কিন্তু সেই বর্ধিত ইউনিটের অনুপাতে চিনির কোটা বাড়ানো হয়নি। কাজেই সাত মাস ধরে বর্ধিত ইউনিটকে অপরিবর্তিত হারে চিনি সরবরাহের ফলে স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য গুদামের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র ভর্তির সমস্যা

জঙ্গিপুর, ৭ আগষ্ট—১৫০ এর বেশী ভর্তির সংস্থান নাই বলে জঙ্গিপুর স্কুল একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে এবার ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জানা গিয়েছে, এলাকার বিভিন্ন স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় ২৫০ ছাত্রছাত্রী জঙ্গিপুর স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে মাত্র ১৫০ ছাত্রছাত্রীর বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। রেকটর মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আসন বাড়াবার এবং শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন ; কিন্তু কোন সাড়া পাননি। সাক্ষাৎকারে তিনি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দই খেয়ে শিশুর মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ আগষ্ট—ঘরে পাতা দই খেয়ে গত শুক্রবার এই থানার দ্বীপচর গ্রামের বসন্ত মণ্ডলের ৮ বছরের ছেলে চন্দন মণ্ডল মারা গিয়েছে। আরো চারটি ছেলেমেয়েকে অসুস্থ অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা এখন ভালোর দিকে। এদের বয়স ৮ থেকে ১৫-র মধ্যে। আর একজন সামান্য অসুস্থ হয়েছিল, বাড়িতেই সে সেরে গেছে। ওই দিন ছ'জনই একসঙ্গে ওই দই খেয়েছিল। দইয়ে কিভাবে বিষক্রিয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক· মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া·৮৭,লেনিন সরণী,কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

জলছবি

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিজনিত সম্ভাবিত জন দুর্দশার বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য দ্রব্য মূল্যের ক্রম-উর্দ্ধায়নে 'রূপার চামচ-মুখো'-দিগের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উদ্রেকের কোন কারণ নাই; মরিতেছে মধ্য ও নিম্নবিত্তেরা।

উল্লেখিত দুর্গতিবৃদ্ধির সঙ্গে আরও একটি দিক দেখা দিয়াছে যাহা ধন-প্রাণের অবসান ঘটাইতে চলিয়াছে। সুতরাং জনদুর্গতি বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা অবশ্যই আধিদৈবিক। সে হইতেছে এই রাজ্যে নয়টি জেলায় বন্যার তাণ্ডব। অতিবৃষ্টি ও বিভিন্ন নদনদীর জলস্ফীতি এই বন্যা ঘটাইতেছে; আর গোদের উপর বিষফোড়ার ন্যায় বিভিন্ন ড্যাম হইতে জল ছাড়িয়া দেওয়ায় বন্যার অপর একটি হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোরসা প্রভৃতি নদীগুলি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলা এলাকা বহু জমি প্লাবিত করিয়াছে। মাইথন-পাঞ্চেৎ ড্যাম ও দুর্গাপুর ব্যারাজের প্রচুর জল ছাড়ার কারণে হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন। ময়ূরাক্ষীর জলে কান্দি-ভরতপুর এবং ভাগীরথী-দ্বারকা-গাম্ভীরার জলে সাগরদীঘির বহু জায়গা জলতলে। ক্ষতির দিক দিয়া জঙ্গিপুর মহকুমার স্থান কান্দী মহকুমার পরেই। সুতী থানা এলাকা যাহার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় বন্যা হইয়াছে। ঘরবাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। বহু মানুষ জলবন্দী। এখন ধান চাষের মরশুম। কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য আজ সকলেই ব্যতিব্যস্ত। তাই চাষবাস শিকায় উঠিয়াছে। মেদিনীপুরে বন্যার জন্য সেনাবাহিনীকে সতর্ক রাখা হইয়াছে। বহু বাঁধে জলের চাপে ফাটল ধরিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহা মেরামত করা হইতেছে। এই বাবদেই রাজ্য সরকারের প্রায় দেড় কোটি টাকার অধিক খরচ হইয়াছে।

বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের উদ্ধারকার্যে রাজ্য সরকার তৎপর রহিয়াছেন। সর্বত্র রিলিফ সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বর্তমান বিপদের মোকাবিলা করিতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রহিয়াছেন।

কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবনা হইতেছে। বর্তমানের বন্যা আগামী খরিফ মরশুমের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। যে ধান পোঁতা হইয়াছিল, তাহা ডুবিয়াছে নূতন করিয়া আর ধান পোঁতা যাইবে না। কেননা বীজতলায় বীজ তখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবে। জলমগ্ন অনেক অঞ্চলে আগেই ধান পোঁতা হয় নাই। কবে তাহা হইবে অথবা তাহা সম্ভব হইবে কি না, সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা কিছু নাই। কাজেই ব্যাপক শস্যহানি রাজ্যের একটি ভাবী চিত্র। একে ত রাজ্য খাদ্যের দিক দিয়া কেন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকে। বন্যা আগামী শস্য-বৎসরে এই মুখাপেক্ষিতা আরো বাড়াইবে। রেশন মারফৎ যে চাল গম দেওয়া হয়, তাহার গুণগতমান বিশেষতঃ গমের, সকলেই জানেন। অনেক সময় চাল-গম পশু খাদ্যেরও অধম হয়। তাই ভোগান্তি এখন যেমন, পরেও তেমনি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

বন্যা আনিয়াছে জলের ছবি—নানা অঞ্চলের প্লাবন, প্রাণ-সম্পত্তির বিপন্নতায় অশ্রুমোচন, শস্যহানির ফলে বুভুক্ষুর ক্রন্দন। জলছবি দুই অবস্থাতেই।

শোক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ আগষ্ট—শহরের প্রবীণ আইনজীবী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত মঙ্গলবার তাঁর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ওই দিন জঙ্গিপুর বার এ্যাসোসিয়েশন শোকসভায় মিলিত হয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ এবং আদালতের কাজে একদিনের বিরতি পালন করেন।

বিনা বেতনে শিক্ষাদান

মিরজাপুর, ১০ আগষ্ট—শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব মিরজাপুর অঞ্চলের দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মিরজাপুর দ্বিজপদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে টিউটোরিয়াল হোমে পড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অঞ্চলের অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী বিনা পারিশ্রমিকে এই বিষয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আগামী ১৫ আগষ্ট থেকে হোমের কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

শবেবরাত

—নুরুল হক

শবেবরাত-এর উৎপত্তিগত অর্থ করলে দাঁড়ায়,—শব মানে রাত্রি এবং বরাত মানে ভাগ্য, সবে মিলে এই দিনে ভাগ্যরাত্রি। অর্থাৎ এই রাত্রে মানুষের ভাগ্য নির্দ্ধারণ হয়। শাবানা মাসের ১৫ই শবেবরাত। হিজরী সনে রাত থেকে সময় ধরা হয়। অর্থাৎ ১৫ই তাং দিন ও গতরাত এই হল শবেবরাতের আসল সময়। ভুলে অনেকে এই ১৫ই তাং-এর দিনের পর রাতকে শবেবরাতের রাত ধরে।

শবেবরাত মুসলিম সমাজে একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। এটা পালন করা ঠিক না বেঠিক এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বলেন যে হাদিসে বর্ণিত আছে—'যারা শাবানার চাঁদের পনেরই তারিখে রাতে এবাদত করবে, তাদেরই সৌভাগ্য ও তাদের জন্যই সন্তোষ'। আবার কারও কারও মতে —না কোরআন সুন্নায় এর কোন অবকাশই নাই।

অনেকে মেনে নিতে না পারলেও দীর্ঘ দন বিশ্বের অনেকের কাছেই এই পর্ব সমাদৃত।

মুসলিম সমাজে শবেবরাত উৎসব, অনুষ্ঠান না পার্বণ? এটা একটা প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নের সমাধান—এ'দিন মুক্তির দিন। এই দিন ঠিকমত পালন করলে মানব মুক্তির পথ হয় প্রশস্ত।

শবেবরাত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে পালিত হয়। কি উঁচু, কি নীচু সব মানুষই এদিন হালুয়া, রুটি, মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি অবাধে বিতরণ করে সবার মাঝে। আর যারা এ দান গ্রহণ করে তারা সবার শুভ কামনা করে আল্লা এবং নবীর গুণকীর্তন গায়।

বিভিন্ন লোকাচারও লক্ষণীয় শবেবরাতে। নতুন হাঁড়ি নতুন সব কিছু চাই এদিন। কোনো কোনো বাড়ির লোকেরা বিশ্বাস করে যে এদিনে তাদের পূর্ব-পুরুষদের আত্মার সন্তুষ্টি বিধান হয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

জাত ভিখিরির দল দরজা গোড়ায় এসে সুর করে হাঁকে—'মুরগি করে কর্-কর্/হালুয়া রুটি বাহির কর'। এই রকম গীতের প্রচলন আমাদের জঙ্গিপুরের বাগড়ী অঞ্চলে দেখা গেলেও রাঢ় অঞ্চলেও এর ব্যাপক প্রসার। আরো দুটি লোকগীতির উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে যেগুলি এই অঞ্চলে পর্বের উদ্দেশ্যে গীত হয়ে থাকে। যেমন— ১) যে দেবে ছেঁড়া রুটি
তার হবে কানা বেটা-বেটি
যে দেবে গোটা রুটি
তার হবে ভালো বেটা-বেটি

২) লাই-লাহা-ইন্ ইল্লাহ—
'ল্যাংড়া খোঁড়া আজি মাগে
শবেবরাতের রুটি হালুয়া দে গে
বারো হাতের জননী মাগে
বারো হাতে খয়রাত কর গে
আখেরাতে জমা হবে
সারেতে সবে সুখে র'বে
'দে মাগে—দে মাগে—দে মাগে
আল্লার রহমত পড়বে ঝরে
দে মা জননীরা
খোদা দেবে রা—'

দান গ্রহণ করার পর 'বিসমিল্লা' বলতে শোনা যাবে--'সুখে থাক তোমরা মাগে/পথ পাও যেন আগে আগে'।

এই পুণ্য দিনে পুণ্য লগ্নে আগামী দিনের পুণ্য ভাগ্যও নিরূপণ হয়, রোজা এবাদত বন্দেগী ও গরীবদের মধ্যে দান বিতরণ করে। এই শবেবরাতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনাও উদ্বুদ্ধ হয়। সবার মঙ্গল কামনাও এই মঙ্গল দিনের কাম্য।

আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীকে যে গঙ্গা দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে, সেই গঙ্গাই আবার মুসলিম সম্প্রদায়কে এই ব্যাপারে কমবেশী দু'ভাগে ভাগ করেছে। এপারে হয়তো বেশী সংখ্যক মুসলমান এই পর্ব পালন করে, সে তুলনায় ওপারে হয়তো অনেক কম। যারা পালন করে না, তারা তীব্র প্রতিবাদ করে মহরম পর্বের মত শবেবরাত প্রথাকে।

লোকাচারের মধ্যে কবর জিয়ারতও এসে পড়ে। নিজের নিজের আত্মীয়-স্বজনের মোমবাতি জ্বালানো, ধূপ পোড়ানো হয়। কারও কারও বাড়ি দেওয়ালীর মত আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়। পটকাও ফোটে। কেউ বা নীরবে কেউ বা সরবে এই পর্ব পালন করে।

মুসলিম জাহানের শবেবরাতের এই পুণ্য লগ্নে মানবাত্মার মুক্তির মঙ্গল শংখ উঠুক বেজে এই কামনায়—পরম করুণাময় খোদা তায়ালার কাছে, এবং পরে তার সৃষ্ট মানবের কাছেও।

সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি

৯ আগষ্ট পর্যন্ত সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা গেছে, মহকুমায় ২ লাখ ১০ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ৩৪৩টি বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জল বাড়ছে বন্যার আশঙ্কা কাটেনি।

প্রাণ-ভোমরাকে প্রাণ জোগাতে বহু প্রাণ বিপন্ন

বন্যার জন্য দায়ী ফরাক্কা বাঁধ নয়, মানুষ

সমর পান্ডে

প্রকৃতি চায় তার দানকে 'পৃথিবীর গৌরব মানুষ' বুদ্ধিবলে তাদের নিজেদের মঙ্গলের কাজে লাগাক। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ না করা প্রকৃতির ইচ্ছা। প্রাকৃতিক গতিকে মানব কল্যাণের কাজে লাগাতে গিয়ে যাঁরা নিজেদের গাফিলতি বা ত্রুটি প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাতে চান, তাঁরা আর যাই হোন, প্রকৃতির দরবারে ক্ষমার যোগ্য নন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে বাঁচাতে ফরাক্কা আজ তার প্রাণ-ভোমরা। অথচ এই প্রাণ-ভোমরাকে প্রাণ জোগাতে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য বহু লোকের প্রাণ বিপন্ন। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে সার্বিক অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যতের ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধনের সুযোগ রেখেই। অথচ সে সুযোগগুলি রূপায়িত না করার জন্যই অনেকের নাভিঃশ্বাস উঠেছে।

বাঁধ প্রকল্পের উনচল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ফীডার ক্যানাল সত্যই ভাগীরথীর জীবন-ধারা। অথচ নিয়ন্ত্রণকারীদের কর্মদোষে এবং পূর্বতন দেশের কর্ণধারগণ কানে তুলো দিয়ে থাকার জন্য ফীডার ক্যানাল অভিশাপরূপে প্রতিভাত হচ্ছে আজ। কিন্তু কেন? সত্যই কি ফীডার ক্যানাল দায়ী মানুষ-সৃষ্ট কতকগুলি গাফিলতির জন্য? সরেজমিনে বরাবর যাঁরা খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা কোন মতেই সায় দেবেন না। সহজ সুযোগ রয়েছে মোকাবিলা করার। তবে কেন মোকাবিলা করা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এর জন্য চাই উপযুক্ত চাপ। পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত ভারতীয় ইনজিনীয়ারগণ 'দাদ ভাল করতে কুড়ি সৃষ্টিতে অভ্যস্ত। তাঁরা সহজে তলার মানুষের সুখ-অসুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না'। অথচ প্রকল্প রচয়িতাগণ বার বার বলে দিয়েছেন যে, এই প্রকল্প কারু পোষ মাস, কারু সর্বনাশ হয়ে না দাঁড়ায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী আর জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্য দিয়ে বহু পাহাড়ী নদী-নালা ভাগীরথীতে পড়েছে। পাহাড়ী নদীসমূহ বাহিত জল বা বন্যার জল ভাগীরথীতে পড়তে কোন অস্বাভাবিক বাধা নেই। কেননা, প্রাকৃতিক গতিকে বাধা দেয়া হয়নি তাদের ভাগীরথী মিলন আশে। কিন্তু উনচল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ফীডার ক্যানাল, যা মানুষের সৃষ্ট, জল নিকাশী বিশেষ করে পাহাড়ী বন্যার জল নিকাশে কতকগুলি বিবেচনাপ্রসূত প্রকল্প রূপায়িত হয়নি বলেই প্রকৃতি শোধ নিচ্ছে নিরীহ জনসাধারণের ঘাড় ভেঙ্গে। চাই তার জল নির্গমনের পথ। ফরাক্কা-সমসেরগঞ্জ এলাকার বন্যার জল বেরোবার প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য যে রাস্তা করা হয়েছে তাতে মোটেই মাঠের ফসল বাঁচছেনা প্রতি বৎসর। ফরাক্কা থানায় শঙ্করপুর ইনলেট পর্য্যাপ্ত নয়। পর্য্যাপ্ত নয় নিশিন্দ্রার কাছে কটি হিউম পাইপ। বহু আবেদন নিবেদন নিষ্ফল হয়েছে ব্যারাজ কর্তৃপক্ষের কাছে আর ভূতপূর্ব পঃ বঙ্গের কৃষি ও সেচ মন্ত্রীদ্বয়ের কাছে। এ বছরও তিনবার ডুবে গেল মাঠের সব ফসল, পচেও গেল। জেলা ও মহকুমা প্রশাসন অসহায়। কেন না, প্রকল্পটি তো কেন্দ্রীয় সরকারের। মরছে রাজ্য সরকারের লোক। তাতে কিবা আসে যায় ব্যারাজ কর্তৃপক্ষের।

অথচ বন্যার জল নিয়ন্ত্রণে ব্যারাজ অকেজো তো নয়ই। বহুলাংশে সুফলদায়িনী। প্রাক ব্যারাজ আমলে বর্ষার মরশুমে ভাগীরথীকে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। খোলামুখে পদ্মার জলের যোগানে পেট ফুলে থাকা ভাগীরথী পাহাড়ী নদীর জল টানতে পারতো না ফলে গোদের উপর বিষফোড়ার মত বন্যা লেগেই থাকতো। ফরাক্কার রেগুলেটার এবং জঙ্গিপুর ব্যারাজের দৌলতে ফীডার ক্যানাল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগীরথীর পেট খালি করে ভাটিতে বন্যার জল টেনে নেয়া সম্ভব, এ দৃশ্য হাতে কলমে দেখা গেল এবার। ডি ভি সি এবং ময়ূরাক্ষীর ছাড়া জলে যে মানুষ সৃষ্ট বন্যা হচ্ছে তার জন্য তো ফরাক্কা দায়ী হতে পারে না। এবারকার কান্দী মহকুমাও ভাটির বন্যার জন্য দায়ী শুধু বৃষ্টি নয়। দায়ী প্রকল্প দুটির ডিজাইন যা বিদেশীদের হাতে তৈরী। ফি-বছর যেবার বেশী বৃষ্টি হয় সে বছরই কান্দী ডুবে, ডুবে ভাটি দেশ। এই যদি দুর্গতিদায়িনী অবস্থা হয় তবে কি বা প্রয়োজন ওই লোক-মারণ বাঁধের?

ফরাক্কার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের, বিশেষ করে ক্যানালের পশ্চিম পারের বন্যার জল অবিলম্বে ক্যানালে টেনে নেবার আরো পথ করে দিতেই হবে। ইতোমধ্যে ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবীতে ফরাক্কার ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসিগণ সোচ্চার এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে ব্যাপারটি হয়ত হাইকোরটে গড়াবে। কেন না, ফরাক্কার লোকের মুখের গ্রাসের সম্বল জমি সমস্তই ফীডার ক্যানালের পশ্চিম পারে। পড়ে পড়ে আর মার খেতে ইচ্ছুক নয় ফরাক্কার অধিবাসিগণ। যথাবিহিত ব্যবস্থা যা হোক কিছু করবেই এবং এককাট্টা হবার আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যে। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে কৃত্রিম বন্যার মোকাবিলা করবেই তারা।

লরি চাপা পড়ে খালাসী নিহত, পুলিশ আহত

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জাতীয় সড়কের আহিরণের কাছে উল্টে যাওয়া চা'য়ের পেটী বোঝাই একটি লরি রাত্রে পাহারা দেওয়ার সময় বৃষ্টির জন্য দু'জন সশস্ত্র পুলিশ এবং লরির খালাসী উদ্ধারকারী লরির নীচে আশ্রয় নেন। পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক ওই সময় ট্রাকটিকে ধাক্কা মারে। ফলে লরির খালাসী ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং পুলিশ দু'জন আহত হন। এখন তাঁরা হাসপাতালে।

আর একটি খবরে প্রকাশ, ডি এমের একটি জীপে করে ট্র্যাভেল অফিসার সপরিবারে ফরাক্কার দিকে যাওয়ার পথে আহিরণের কাছে জাতীয় সড়কে জীপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বিপরীতমুখী একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। তার ফলে দু'জন অফিসার ও তিনজন মহিলা গুরুতরভাবে জখম হন। আহতদের বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই জায়গায় চারটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পুলিশ ক্যাম্প বসাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ১২৫/৭৬

বাদী—শিবনগর গ্রামের হিন্দুপাড়ার সর্ব্বসাধারণ পক্ষে ১। ধরণী মণ্ডল ২। নগেন্দ্রনাথ সরকার

বিবাদী— ১। কাদম্বিনী দাসী ২। দুলালীবালা দাসী ৩। বসন্তকুমার সাহা

এতদ্দ্বারা শিবনগর গ্রামের হিন্দুপাড়ার সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদিগণ অত্রাদালতে বিবাদিগণের বিরুদ্ধে থানা ফরাক্কা অধীন মৌজে শিবনগর মধ্যে ২৮৩নং দাগের ০৫ শতক গাড়া জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান ও উহাতে জনসাধারণের Constaing right আছে। উহা হইতে যাহাতে বিবাদিগণ বাদিগণকে বেদখল করিতে বা শান্তিপূর্ণ দখলে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে তদার্থে চিরস্থায়ী শিবনগর দাবীতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন তাহাতে উক্ত মোকর্দ্দমার উক্ত দাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উক্ত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৭৭ সালের ২৯/৮ তারিখে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া জবাব বা বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদীর মোকর্দ্দমা সমর্থন করিবেন।

অদ্য ১৯৭৭ সালের ২৭/৭ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By Order of the Court,
Sd/- K. R. Kar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

কৃষি সংবাদ ঃ এই খরিফে অড়হরের পর্যাপ্ত ফলন তুলুন

খরিফ মরশুম এসে গেলো। ডাল-শস্যের মধ্যে অড়হরের চাষের সময় এখন। পর্যাপ্ত ফলন তোলার জন্য চাষবাসের পদ্ধতিগুলি আরো একবার ভালো করে খেয়াল করে নিন। দেখা গেছে, নতুন উদ্ভাবিত বীজগুলি পর্যাপ্ত ফলন দিতে সক্ষম। সুতরাং যে সব অঞ্চলে অড়হর চাষ হয়ে থাকে সেখানে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই সব নতুন জাতের বীজ ঠিকমত সরবরাহ করা হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এই খরিফ খন্দে চাষীরা এই নতুন বীজ নাও পেতে পারেন। আগামী বছরে তাঁরা এই সব বীজ যাতে পেতে পারেন সেদিকে জোর দেওয়া হবে।

অড়হরের পর্যাপ্ত ফলনের জন্য কয়েকটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন, আঞ্চলিক মাটির উপযোগিতা অনুসারে বীজ বাছাই, সময়মত বীজ বোনা, রিজোবিয়াম কালচার দ্বারা বীজ শোধন করা, অনুমোদিত বীজ সংগ্রহ করা, সংঘবদ্ধ-ভাবে বৃক্ষ সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন ইত্যাদি। ক্ষুদ্র চাষী বিকাশ এজেন্সী এবং প্রান্তিক চাষী বিকাশ এজেন্সী প্রভৃতির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার চাষীরা পেতে পারেন।

অড়হরের পর্যাপ্ত ফলন তোলার
(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই খরিফে ধান চাষে ফলন বাড়ান

ধান আমাদের প্রধান ফসল। ধান চাষে সাফল্যের ওপর আমাদের আর্থিক উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। আপনার জমির মাটি আমাদের দিয়ে বিনাখরচে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করুন। এতে আপনার খরচ বাঁচবে, ফলন বাড়বে, লাভ অনেক বেশি হবে। আপনার জন্য সুফলা ও ইউরিয়া সার পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার এলাকার এফ সি আই ডীলার-এর কাছে পৌঁছে গেছে। বীজতলা তৈরি থেকে শুরু ক'রে শস্য পরিচর্যা, সার প্রয়োগ—ধান চাষের সমস্ত পর্যায়ে আপনাকে সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

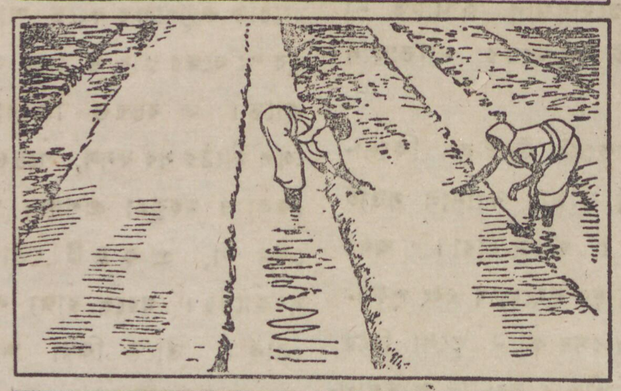

অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য
সুফলা
ইউরিয়া
সার প্রয়োগ করুন

FCI

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পূর্বাঞ্চল বিপণন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল, দুর্গাপুর-১২।
শাখা কার্যালয় : মুচিপাড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান ● ৩বি, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭১ ● ক্ষুদিরাম বোস রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ।

Progressive/FCI (O) 1/77

সর্বত্র আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার মুক্ত শিক্ষা

বহরমপুর, ৯ আগষ্ট—আগামী ১৩, ১৪ ও ১৫ আগষ্ট এখানে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির ৬ষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে সমিতি কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে সর্বক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা সমিতির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জটিল সমস্যাগুলির সমাধান আর এক-দিনও অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ৩০% ব্যয়-বরাদ্দ, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, জুনিয়র হাই ও জুনিয়র মাদ্রাসার জন্য নতুন বেতন হার প্রবর্তনসহ নতুন শিক্ষাক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, মাস পয়লা বেতনের নিশ্চয়তা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত প্রভৃতি দাবির সম্মিলিত অভিযান এই সম্মেলন।

শিক্ষক সমিতির সভা ঃ ৩১ জুলাই বহরমপুর কে এন কলেজে মুর্শিদাবাদ জেলার কলেজ সমূহের অধ্যাপকগণ এক সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে গণটোকাটুকি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সমিতির জেলা সম্পাদক ও জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক বিমলেন্দু দে বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষক আবশ্যক

জামুয়ার জুনিয়র হাই স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে একজন ট্রেণ্ড গ্রাজুয়েট এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী unrecognized সেকশনে একজন করণিক (S. F. Passed) প্রয়োজন। আগামী ১৪।৮।৭৭ তারিখ সকাল ৮টায় আবেদন পত্র ও সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীগণ উপস্থিত হইবেন।

সম্পাদক,
জামুয়ার জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ সেণ্ডা-জামুয়ার, মুর্শিদাবাদ

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

কারামন্ত্রীর সম্বর্ধনা

অরঙ্গাবাদ, ৮ আগষ্ট—স্থানীয় দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ মাঠে গত সোমবার বিকেলে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হতে রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে স্থানীয় অভাব-অভিযোগ সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং বক্তৃতার মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

ধুলিয়ান থেকে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, ওই একই দিনে ধুলিয়ান ডাকবাংলোর মোড়ে কারা-মন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা শেষে বিভিন্ন সংস্থা কারামন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি পেশ করেন।

ডাকপিয়ন সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : রমনা-সেখদীঘি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের সেই ডাকপিয়নকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। ২৮ জুলাই থেকে এ আদেশ কার্যকর হয়েছে। ১৮ জুলাই এই ডাক পিয়নের সেখদীঘির চায়ের দোকান থেকে ২২টি চিঠি-পত্র উদ্ধার করা হয়েছিল।

ছাঁটাই কর্মী পুনর্বহাল

ধুলিয়ান, ৯ আগষ্ট—১৯৭৬ সালের ১ নভেম্বর ধুলিয়ান মায়া টকীজ কর্তৃপক্ষ সিনেমা কর্মী তাজাম্মুল হককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং ১৯৭৭ সালের ৩ মারচ থেকে তাঁকে ছাঁটাই করে দেন। বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ধুলিয়ান শাখা এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং তাঁকে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এ বছর ৩০ জুন বহরমপুরে লেবার কমিশনের অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এক চুক্তির মাধ্যমে ছাঁটাই-সিনেমা কর্মীকে মালিকপক্ষ পুনর্বহালে রাজি হন। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, তাজাম্মুল হক গত ১ আগষ্ট থেকে কাজে যোগ দিয়েছেন।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ

অরঙ্গাবাদ, ৬ আগষ্ট—নিমতিতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী ধর্ষণের একটি অভিযোগ সামসেরগঞ্জ থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুলিশী সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল ছুটির পর শিক্ষকটি স্কুলের মধ্যেই ফাঁকা ঘরে জনৈকা ছাত্রীকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। ছাত্রীর অভিভাবক ঘটনাটি থানায় জানান। শিক্ষকটি পলাতক।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা

আন্তঃ বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ৬ আগষ্ট থেকে শুরু হয়েছে। অন্যান্য বছরের মত এবারও মহকুমাকে উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে ভাগ করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আবৃত্তি-বিতর্ক প্রতিযোগিতা : গত ২৯ জুলাই বহরমপুরে অনুষ্ঠিত সারা জেলা আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জের দীপককুমার পাল প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতায় মোট ৪৬০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।

প্রীতি ফুটবল : ২৬ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলায় রঘুনাথগঞ্জ ডায়মণ্ড ক্রিকেট ক্লাব রঘুনাথগঞ্জ স্কুলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে।

জনতা পারটির দাবি

অরঙ্গাবাদ, ৯ আগষ্ট—জনতা পারটির সুতী থানা কমিটির পক্ষে প্রচারিত এক ইস্তাহারে ফরাক্কার জলে মহকুমার প্লাবিত এলাকা সম্পর্কে ৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ইস্তাহারে জানতে চাওয়া হয়েছে, প্লাবিত এলাকার সমস্যার সমাধান হবে কি না, সাধারণ মানুষ কেন জলে ডুবে থাকবে, প্রান্তিক চাষী ও কৃষি মজুর কেন কর্মহারা হবে এবং দেনার দায়ে সাধারণ মানুষ কেন সর্বস্বান্ত হবে ? ইস্তাহারে প্লাবিত এলাকার মানুষের ঋণ মকুব, জল নিষ্কাশনসহ ৮ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

সিনেমা কর্মী ছুরিকাহত

ধুলিয়ান, ৯ আগষ্ট—গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ স্থানীয় মায়া টকীজের সহকারী ম্যানেজার সত্যেন্দ্রনাথ সরকার ওই দিনের তিনটি শো-এর টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে ভেতরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় দরজাতেই পেছন থেকে একজন দুর্বৃত্ত ছোরা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে এবং টাকার থলেটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যায়। থলে টানা-টানির সময় দুর্বৃত্তের ছোরার আঘাতে সহকারী ম্যানেজারের ডান হাতটি জখম হয়েছে এবং পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে।

দুধাল গাইয়ের দুধ

সাগরদীঘি, ৭ আগষ্ট—সদ্যগঠিত সাগরদীঘি-সাহাপুর এগ্রিকালচার মালটিপারপাস সোসাইটির জন্য সম্প্রতি ৬০ হাজার টাকার একটি পশুপালন প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ৫ ইউনিট গরু (প্রতি ইউনিট ২টি দুধাল গাই, বাছুর সমেত), ২৫ ইউনিট ছাগল (প্রতি ইউনিট ৫টি স্ত্রী ও ১টি পুরুষ ছাগল) এবং ২৫ ইউনিট ভেড়া (প্রতি ইউনিট ৫টি স্ত্রী ও ১টি পুরুষ ভেড়া) বিতরণের জন্য এনিম্যাল হাসব্যান্ড্রি বিভাগ ৩০ হাজার টাকার অনুদান মঞ্জুর করেন এবং বাকী ৩০ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে দেন মুর্শিদাবাদ জেলা সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। গরু ছাগল-ভেড়াগুলি উড়িষ্যার সীমান্ত এলাকা থেকে কিনে আনেন লাইভস্টক বিভাগ। কেনার পর এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে সেগুলি গত মাসে দুই কিস্তিতে বি ডি ও অফিস থেকে বিলি করা হয়। কিন্তু ৬ জুলাই প্রকল্পের প্রথম কিস্তি বিলির পর খবর পাওয়া যায়, দুধাল গাইগুলি যতটা দুধ দেওয়ার কথা ততটা দুধ দিচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকের পেছনে দৈনিক খরচ ৮/৯ টাকা অথচ দুধের পরিমাণ দৈনিক গড় এক কেজি, যার বাজার দর সর্বোচ্চ তিন টাকা। সুতরাং একটি দুধাল গাই পিছু দৈনিক ক্ষতি ৫/৬ টাকা। এ ব্যাপারে সাগর-দীঘির বি ডি ও-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, উড়িষ্যার সীমান্তের বলে ওরা এখনও এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। তাই দুধের হাল নাকি ওরকম।

অড়হরের পর্যাপ্ত ফলন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

জন্য, বীজে মোটা করে রিজোবিয়াম কালচার এর প্রলেপ লাগাতে হবে। ফলে রাসায়নিক সারের দরুণ খরচ কম পড়বে। এক প্যাকেট ১০ টাকা দামের রিজোবিয়াম কালচার ১০ কেজি বীজ শোধন করতে সক্ষম।

যে সব অঞ্চলে বীজোদ্ভূত রোগের প্রকোপ বেশী, সেখানে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম এগ্রোসন জি এন, সেরেসান অথবা ক্যাপটান দ্বারা বীজ শোধন করে নিন। —এফ আই ইউ

শ্যামাদাসীর প্রত্যাবর্ত্তন

মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের সম্পাদক মদনমোহন সাহা জানাচ্ছেন, ক্লাবের অন্যতমা সদস্যা শ্যামাদাসী ঘোষ (উপাধ্যায়) ৬ আগষ্ট হতে আবার শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবে ফিরে এসেছে। ক্লাব বদল করে সম্প্রতি সে মিরজাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাবে যোগ দিয়েছিল।

রেশনে চিনি বাড়ন্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মজুত ভাঁড়ারে চিনির টান পড়ে এবং গুদাম কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে টনক নড়া মাত্র ফতোয়া জারি করা হয় গত সপ্তাহে : বরাদ্দ যা ছিল তার চেয়ে এক মাসের চিনি বেশী দেওয়া হয়ে গিয়েছে এই সাত মাসে। অতএব এক মাস চিনি সরবরাহ বন্ধ রেখে ঘাটতি কোটা পূরণ করা হবে। গত সপ্তাহে রেশনে তাই চিনি দেওয়া হল না। খবর পেয়ে ডিষ্ট্রীক্ট কনট্রোলার এলেন এবং ইউনিট প্রতি ৫০ গ্রাম চিনি কমিয়ে সরবরাহ অব্যাহত রাখার সাময়িক সমাধান করে গেলেন। এরই ফাঁকে মওকা বুঝে ব্যবসায়ীরা চিনি লুকিয়ে দিলেন। বাজারে চিনির দাম গেল বেড়ে। অবহেলায় রেশনে চিনি অমিলের সঙ্গে বাজারে কৃত্রিম দর বৃদ্ধি ক্রেতা সাধারণের বুকে বিঁধল শেলের মত।

১৪ জন ডাক্তার প্রয়োজন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি বলেন, আমাদের জেলায় ওষুধের যে মজুত ভাণ্ডার আছে, তাতে যে পরিমাণ ওষুধ মজুতের ক্ষমতা, তার বেশীর ভাগই চলে যায় বড় হাসপাতালে। ছোটগুলোতে ওষুধের ঘাটতি পড়ে। বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পে একজন করে কর্মী গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমস্ত রোগের খোঁজ খবর করবেন এবং ওষুধ সরবরাহ করবেন। ২ অক্টোবর থেকে এই প্রকল্প চালু হবে। সাংবাদিকরা ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট মোকাবিলায় জেলা সদর ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে জেনারেটরের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জঙ্গিপুর সংবাদ সম্পাদকের এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মণ্ডল বলেন, শীঘ্রই সে সম্পর্কে জানা যাবে।

তেল করিবেক সেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাহায্যে টিনেও ভরা হচ্ছিল আবার। পরিমাণ নাকি ৪৮ লিটার। গত ২৬ জুলাই ভরতপুরে নয়নসুখ হাই স্কুল যাবার পথে এক মুদিখানা দোকান সংলগ্ন রাস্তায় ডব্লু এম কে ২৩৩৬নং ব্যারাজের টিপার তেল বিতরণে ব্যস্ত। দুটিনে ৩২ লিটার। এর দুদিন পরে ওই একই স্থানে ডব্লু বি ওয়াই ১৩০৯ গাড়ীর তেল ঢালা আবার বোঝাই টিনে করেও বিতরণ। আরো আছে বহু গাড়ীর আনাগোনা। কি বেপরোয়া আজ গাড়ীর চালকগণ ফরাক্কা ব্যারাজের! তেল বিক্রীর 'চেনে' বা লাইনে বহু গুণনিধি জড়িত, নতুবা এত তেল বিক্রী কিভাবে সম্ভব? কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো একটু নজর দিবেন আশা করি। ফরাক্কায় সিকিউরিটি গার্ড আছে, আছে ভিজিলেনস, কিন্তু—কি যেন করে দিয়েছে ওদের। সিকিউরিটি অফিসার শ্রী···কুমার আজ কৃষি পণ্ডিতীতে ব্যস্ত। মাইনেতো নয়, যেন পেনসেন গুণছেন মাসে মাসে। দেখা পাবেন তাঁর সময়ে ভাদয়ের, সময়ে মুলি কা জমিন মে। সছত্র জলের ব্যাগ কাঁধে জমিনে কাজ করাচ্ছেন কুলীদের।

ব্রিগেডিয়ার কাঠুরিয়া জেনারেল ম্যানেজার হয়ে আসবার কালে সকলেই সচকিত ছিলেন। তারপর—কোথায় সে ধারভার! আবার যে কে সেই—ধীরে বহে গঙ্গা।

ছাত্র ভর্তির সমস্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। এ্যাডমিনিসট্রেটর জানিয়েছেন, ভর্তির সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি গত শনিবার বেলা সাড়ে ১২টা থেকে দুটো পর্যন্ত তিনবার ট্রাঙ্ক করেও কাউন্সিল প্রেসিডেনটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। এদিকে বাকী ছাত্রছাত্রীরা দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। কারণ, একমাত্র জঙ্গিপুর স্কুল ছাড়া শহরে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ার দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা নাই।

রবীন্দ্র তিরোধান দিবস

জঙ্গিপুর সাহিত্য পরিষদ গত ২২ শ্রাবণ জঙ্গিপুর মহকুমা গ্রন্থাগার দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারে রবীন্দ্র তিরোধান দিবসটি একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেন।

অধ্যক্ষ-সম্পাদকের বিরুদ্ধে ইনজাংশন

জঙ্গিপুর, ৯ আগষ্ট—জঙ্গিপুর কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক কানাইলাল সিংহের আবেদনক্রমে জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ-সম্পাদক ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের ওপর গত ২৭ জুন ইনজাংশন জারি করেছেন। প্রকাশ, ১৯৬৫ সাল থেকে শ্রীসিংহ কলেজে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে কাজ শুরু করেন। কলেজ গভরনিং বডি সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৬ সালে তাঁর পদটি কনফারম করেন। ১৯৭৭ সালের ৩ মে তারিখের ডি পি আই-এর একটি চিঠিতে শ্রীসিংহকে করণিক পদে নিয়োগের নির্দেশ আসে এবং ২ জুন গভরনিং বডির সভায় অধ্যক্ষ-সম্পাদক ডঃ ধর সেই নির্দেশ কার্যকর করার প্রস্তাব দেওয়ায় শ্রীসিংহ আদালতে ডঃ ধরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আবেদন করেন এবং গত ২ ও ৯ জুলাই শুনানীর পর ইনজাংশন বলবৎ থাকে।

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় পুলিশ মোতায়েন

জঙ্গিপুর, ৯ আগষ্ট—অন্তর্কলহে এক মাস বন্ধ থাকার পর গতকাল পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা খুলেছে। এবং আব্দুল হক নতুন প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মাদ্রাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক কিছু অসামাজিক লোকজন নিয়ে নতুন করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছেন। শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে মাদ্রাসায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মাদ্রাসায় গোলমালের ফলে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায় অভিভাবকরা চিন্তিত।

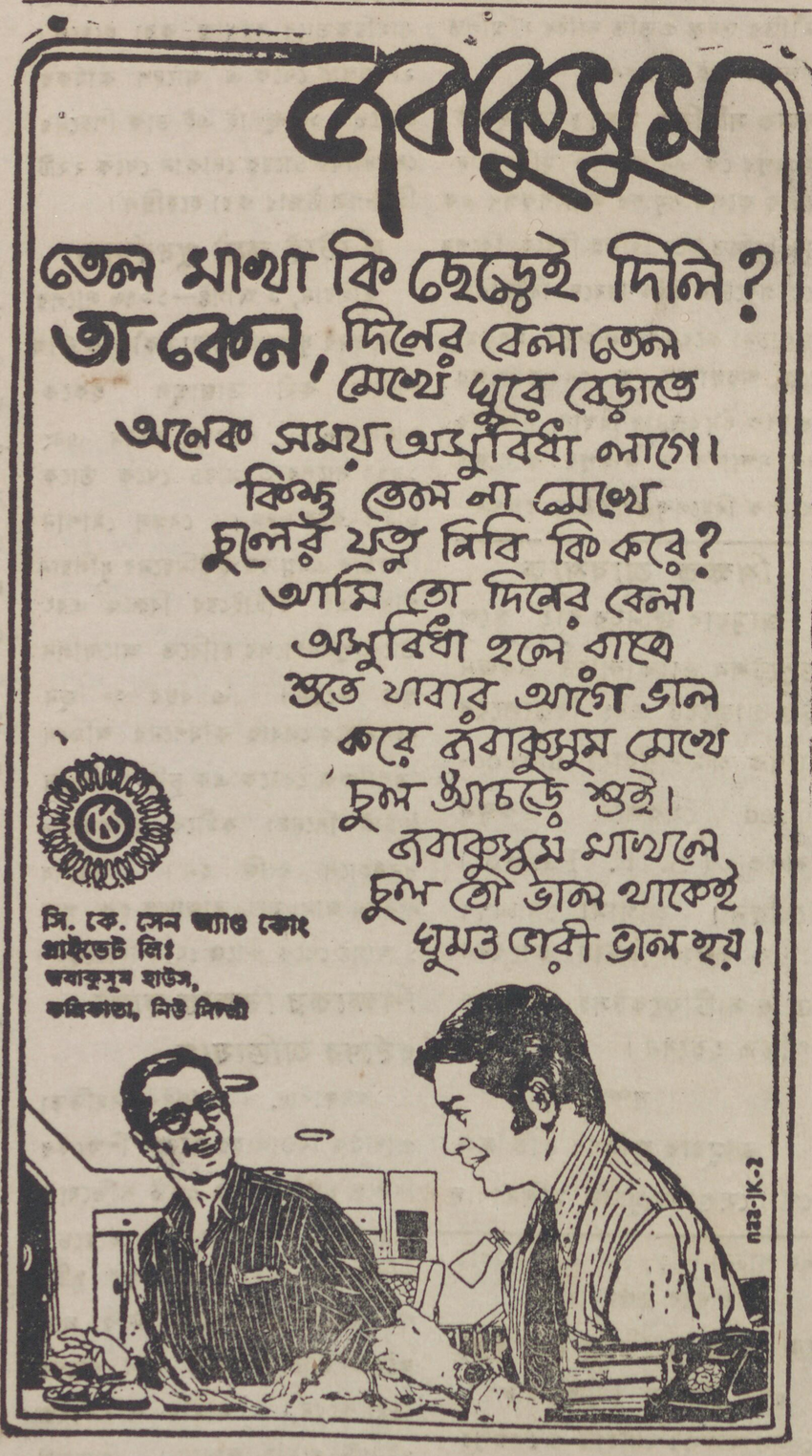

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।